২.৮ অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২)

সাহিত্যের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এবং কৃচ্ছসাধনকারী অন্নদাশঙ্কর রায় পাঠকমহলে প্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা পান নি। কৃতবিদ্য ও I.C.S পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী এই মানুষটি শ্লাঘনীয় চাকরিতে পদত্যাগ করেছিলেন লেখার জন্যই, আমেরিকান পত্নীকে কায়িক ক্লেশ ও দারিদ্র্যের মধ্যে রেখেছেন এই কারণেই, বার্ধক্যের বিশ্রাম বর্জন করে নিয়ম করে টেবিলে বসে লিখে গিয়েছেন, তবু যদি পাঠকের মন জয় করতে না পারেন সে এই জন্য যে তাঁর লেখা ব্যতিক্রমী ও বুদ্ধিবৃত্ত—জনপ্রিয়তার মোহে তা থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি।

অন্নদাশঙ্কর রায় বরং যে জাতীয় রচনায় প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছেন, সে হল ছড়া। 'তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর ওপর রাগ করো'—আজও অনেক মানুষের মুখে। তিনি প্রবন্ধপুস্তক, সাম্প্রতিক সমস্যা বিষয়ক নিবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি এবং অবশ্যই ছোটগল্প লিখেছেন বিস্তর। এক জীবনে এত কিছু করতে পারা দুঃসাধ্য, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

জনপ্রিয়তা অন্নদাশঙ্করের অদৃষ্টে খুব বেশি না জুটলেও স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি অনেক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখার প্রশংসা করেছেন, 'পথে-প্রবাসে' ভ্রমণ কাহিনি সমসাময়িক প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ভ্রমণকাহিনি 'জাপানে'-র জন্য ১৯৬৩ সালে তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্য-আকাদেমি পুরস্কার, ঔপন্যাসিক হিসাবে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার ১৯৮৩ সালে এবং দ্বিতীয়বার আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৯৪ সালে, প্রবন্ধ সমগ্রের জন্য।

২.৮.১ অন্নদাশঙ্করের উপন্যাস : পঞ্জি

অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাসের সামগ্রিক আলোচনার আগে উপন্যাসগুলির উল্লেখ করা দরকার, কারণ আলোচনায় আমরা শুধু উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির কথাই বলবো।

অন্নদাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'অসমাপিকা' (১৯৩০)। অতঃপর যে উপন্যাসগুলি তিনি রচনা করেন সেগুলি হল :

আগুন নিয়ে খেলা (১৯৯০)

পুতুল নিয়ে খেলা (১৯৩০)

সত্যাসত্য (১৯৩২-১৯৪২। ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রত্ন ও শ্রীমতী (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ)

বিশল্যকরণী

তৃষ্ণার জল

ক্রান্তদর্শী (চার খণ্ডে সম্পূর্ণ)

Scanned with CamScanner

২.৮.২ অন্নদাশঙ্করের উপন্যাস : আলোচনা

বাজার চলতি উপন্যাস লেখেন না বলে একদা অন্নদাশঙ্কর জানিয়েছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর উপন্যাস মননপ্রধান। লেখকের নিজের জীবনদৃষ্টি এবং বক্তব্য উপন্যাসে অবশ্যই প্রকাশিত হতে পারে, কিন্তু তার ফলে আখ্যান ও চরিত্রগুলি নীরস ও নীরক্ত হয়ে পড়লে উপন্যাস আকর্ষণীয় হতে পারে না। অন্নদাশঙ্করের চিন্তার বিষয় ভালো ছিল, কিন্তু তা উপস্থাপিত করতে গিয়ে প্রতিভার 'গৃহিণীপনা' তিনি বিশেষ দেখাতে পারেন নি। সংযমও লেখার একটি গুণ। প্রত্যেকটি উপন্যাস সুদীর্ঘ হয়ে পড়লে পাঠককে ধরে রাখা শক্ত, এবং যে উপন্যাসের পাঠক নেই তা লেখার অন্তত আংশিক উপযোগিতা কমে যেতে বাধ্য।

'আগুন নিয়ে খেলা' এবং 'পুতুল নিয়ে খেলা' একই উপন্যাসের পরিপূরক অংশ বলা যেতে পারে। সোম দুটি উপন্যাসেরই নায়ক। এক ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ প্রেম প্রথম উপন্যাসের বিষয় এবং সেই কারণে সোমের বিবাহে প্রতিবন্ধকতা দ্বিতীয় উপন্যাসের বিষয়।

'সত্যাসত্য' উপন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যপ্রতীচ্যের মিলন, সে কথা লেখক বলেছেন। আসলে ছ-টি উপন্যাস নিয়ে এটি একটি বিশাল উপন্যাস। এই ছ-টি উপন্যাস হল—'যার যেথা দেশ', 'অজ্ঞাতবাস', 'কলঙ্কবতী' 'দুঃখমোচন', 'মর্ত্যের স্বর্গ' এবং 'অপসারণ'। প্রাচ্য এবং প্রাতীচ্যের জীবনাদর্শের উপস্থাপনা এবং আদর্শ জীবনচর্যা কী হতে পারে এই নিয়ে প্রচুর কথোপকথনে উপন্যাস শেষ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র—নায়ক বাদল সেন, নায়িকা উজ্জয়িনী, বাদল, সুধী, মিঃ ওয়েলি দাবারু, বিলি, ফ্রাউ, মারিয়ান ভাইসম্যান প্রমুখ।

'রত্ন ও শ্রীমতী', 'বিশল্যকরণী' এবং 'তৃষ্ণার জল' উপন্যাসে অন্নদাশঙ্কর ধরতে চেয়েছেন Eternal Feminine কে। 'ক্রান্তদর্শী' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে লেখা, শেষ হয়েছে ভারতবিভাগে।

২.৯ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১)

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে সঠিক মূল্যায়ন করেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে। সেখানে তিনি বলেছেন, 'ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরচনা অপেক্ষা সাহিত্যিক আলোচনার জন্যই অধিকতর লব্ধপ্রতিষ্ঠ'। চূড়ান্ত বুদ্ধিবাদী এই সাহিত্যিক বুদ্ধির যে পরিচয় তাঁর উপন্যাসে দিয়েছেন, সাহিত্যিক প্রতিভার প্রমাণ সে অনুপাতে দিতে পারেন নি।

ইংরেজিতে যাকে চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস, বাংলায় সেই জাতীয় উপন্যাস লেখার চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। উল্লেখ করার মতো উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন তিনটি—'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহনা', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই তিনটিকে একসঙ্গে একটি ট্রিলজি উপন্যাস বলাই ভালো, কারণ চরিত্রগুলি তিনটি উপন্যাসে অভিন্নই আছে। উপন্যাসের মূল বিষয় দুটি নরনারীর গভীর গোপন ও জটিল হৃদয়সম্পর্ক—যারা চরিত্রগত ভাবে অন্তত পরিশীলিত, মার্জিত ও পরিণত। উপন্যাসে এ দুটি চরিত্র খগেনবাবু ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীর বান্ধবী রমলা।

২.১০ গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩)

প্রধানত প্রাবন্ধিক হিসাবেই খ্যাত গোপাল হালদার ঔপন্যাসিক হিসাবেও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। যে বিশেষ উপন্যাসের জন্য তাঁর এই পরিচিতি, সেটির নাম 'একদা', যদিও এই উপন্যাসের আর-একটি পরিপূরক উপন্যাস আছে যার নাম 'আর একদিন'। উপন্যাস হিসাবে সেটিও বেশ উল্লেখযোগ্য বলেই মনে হয়।

রাজনৈতিক উপন্যাস লেখার যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র নির্দেশ করে দিয়েছেন, সেই ভাবেই 'একদা' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত মনীশ, সুনীল, অমৃত কারাগারে বসে আত্মসমীক্ষার এবং

Scanned with CamScanner

সন্ত্রাসবাদের উপযোগিতা বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছে। অতীতবীক্ষার মাধ্যমে তাদের পূর্বজীবন ও পারিবারিক জীবন এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এবং তার ফলেই উপন্যাসটি জীবন্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সেই জীবনবৃত্তে একদিকে যেমন আছে মুনসেফ শৈলেন বা এ্যাটর্নি সাতকড়ির জীবনাচরণের ঘৃণিত দিক, অন্যদিকে আছে ইন্দ্রাণী, সুধীর, সবিতা বা সুনীলের বৌদির মতো চরিত্ররা।

উপন্যাসটির দ্বিতীয় আকর্ষণ এর উপস্থাপনরীতি। চেতনপ্রবাহমূলক রীতির সার্থক প্রয়োগ করতে পেরেছেন গোপাল হালদার। উপন্যাসকে ভারাক্রান্ত না করে, এই রীতিতে তাকে সজীব করে তোলার পন্থা লেখকের জানা ছিল বলেই মনে হয়। বন্দিরা মুক্তি পাবার পর তাদের যে মানসিকতা, সেই মানসিকতা নিয়েই লেখা হয়েছে 'আর এক দিন'। যে প্রবল সক্রিয়তা নিয়ে সন্ত্রাসবাদের আন্দোলনে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কারাবাসের মন্থর কর্মহীন দিন তাদের সেই গতিশীলতা রুদ্ধ করে দিয়েছে। স্থিতির জাড্য অনুসারে শুধু যে তাদের দেহ স্থাবর হয়ে পড়েছে তাই নয়, মনেও যেন কেমন অবসাদ ও শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। এই মানবিক অনুভূতি, যে জগৎ থেকে তারা দেশের উন্নতির জন্য ছুটে গিয়েছিল, সেই পরিচিতি জগৎ ও পরিবেশের সঙ্গে যে তারা আর একাত্ম হতে পারছেনা, একটা অপরিচয়ের দূরত্ব অনুভব করছে, এই মানবিক অনুভূতির কারণেই উপন্যাসটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

২.১১ বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯)

বনফুল ছদ্মনামের আড়ালে ডা: বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই সময়ের একজন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক। তাঁর খ্যাতি মূলত ছোটগল্পের জন্য হলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী লেখক। এমন অনেক বিষয় নিয়ে তিনি উপন্যাস লিখেছেন যাদের বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। এত বিচিত্র বিষয়ে উপন্যাস রচনার সামর্থ্য বা উদ্যোগ সমকালে কেউ দেখাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সংখ্যাতেও তিনি নিতান্ত কম উপন্যাস লেখেন নি।

বনফুল উপন্যাস রচনা শুরু করেন তাঁর ডাক্তারি অভিজ্ঞতার সংগ্রহ দিয়ে। প্রথম পর্বের এইসব উপন্যাসের মধ্যে আছে 'তৃণখণ্ড' (১৩৪২), 'বৈতরনী তীরে' (১৩৪৩), 'কিছুক্ষণ' (১৩৪৪) প্রভৃতি। তবে বৈচিত্র্যে ও সৃষ্টিক্ষমতায় এই পর্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'সে ও আমি' (১৩৫০)। একটি অসাধারণ আঙ্গিক নিয়ে শেষোক্ত উপন্যাসটি রচিত। অতীত সংঘটিত ঘটনা, বর্তমানে ঘটমান বৃত্তান্ত এবং যা ঘটতে পারত অথচ ঘটে নি, যা কেবল নায়কের চিন্তার মধ্যেই আছে—এই সমস্ত নিয়ে এমন এক বিচিত্র উপস্থাপন রীতির পরিচয় তিনি দিয়েছেন, ভবিষ্যতের উপন্যাস রচনায় যা দিক্‌নির্দেশক হিসাবে গণ্য হতে পারে।

দ্বিতীয় পর্বে বনফুলের উপন্যাস রচনার ক্ষমতায় একটা পরিণতির চিহ্ন পাওয়া যায়। বিচিত্র কাহিনির অনুসন্ধান ও তাঁর শুরু হয়ে গিয়েছে। 'দ্বৈরথ (১৩৪৪) উপন্যাসটিতে দুই আত্মীয় জমিদারের পারস্পরিক রেষারেষি যে অনবদ্য কাহিনির জাল তিনি বিস্তার করেছেন তা একই সঙ্গে উপভোগ্য এবং ঔপন্যাসিক ক্ষমতার পরিচায়ক। বিষয় নির্বাচনের অভিনবত্ব পাওয়া যাবে 'মৃগয়া'(১৩৪৭), 'প্রান্তরে', 'ডানা' (১৯৪৮) ও 'নবদিগন্ত' (১৩৫৬) উপন্যাসে। 'মৃগয়া' উপন্যাসে গদ্য, পদ্য, নাটক সবই আছে, 'প্রান্তরে' উপন্যাসে আছে বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নের এক অপূর্ব সমন্বয়। 'ডানা' উপন্যাস সম্পূর্ণ অভিনব। এখানে কাহিনি একেবারে নেই বললে ভুল হবে, নায়িকা ডানা তার ওড়বার আকাশ খুঁজছে—এরকম একটা কাহিনির কথা আমরা ভাবতে পারি, কিংবা প্রত্যেকেই যেন খুঁজছে তাঁর নিজস্ব আকাশ। কিন্তু কবির লেখা প্রায় প্রত্যেক রকমের পাখির ওপর একটি করে ছড়া এ উপন্যাসের বিচিত্র আকর্ষণ। 'নবদিগন্ত' পরিপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

বৈচিত্র্যের কথা বিচার করলে বনফুলের 'স্থাবর' (১৩৫৮) এবং 'জঙ্গম' (১৩৫০) দুটি অসাধারণ শিল্পপ্রয়াস।

Scanned with CamScanner

মানুষের ইতিহাস যখন শুরু হয়নি, সেই নিয়েনডার্থান স্তরের আদিম মানুষ থেকে শুরু করে হোমো স্যাপিয়েন্স স্তরে আসার মধ্যবর্তী স্তরগুলি তিনি গ্রহণ করেছেন এবং তার মধ্যেও এক দীর্ঘ সময়পর্ব জুড়ে অসাধারণ কিছু 'মানবিক' কাহিনি শুনিয়েছেন। তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ জঙ্গম উপন্যাসে মানবসভ্যতার এক বিস্তীর্ণ পটভূমি আছে। উপন্যাস হিসাবেও এটি অসাধারণ। বনফুলের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে ডা: অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের অনন্য চরিত্র নিয়ে লেখা 'অগ্নীশ্বর' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২.১২ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০)

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে ব্যোমকেশ চরিত্রের স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার সঙ্গে বাঙালি পাঠক বিশেষভাবে পরিচিত, কিন্তু গোয়েন্দাকাহিনি ছাড়াও যে ক্ষেত্রে তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তা হল ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাসনির্ভর গল্পও তিনি অনেক লিখেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি তিনি লিখেছেন বিভিন্ন কালপর্ব অবলম্বন করে। তবে লেখার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রতিটি কালপর্ব এবং পরিবেশ অনুযায়ী ভাষাকে তিনি পরিবর্তিত করে নিতে পেরেছেন। ফলে, কেবল সুচিন্তিত এবং সুপ্রযুক্ত ভাষাভঙ্গিই সেই বিশেষ সময় ও তার আচার ব্যবহারের প্রকৃতিকে স্পষ্ট করে তোলে, সেই বিশেষ সময় জীবন্ত হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক উপন্যাস স্বাধীনতা-উত্তর কালে নতুন করে ফিরে আসার পর এর শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দিগ্ধ স্বীকৃতি পেতে পারেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্ভবত 'কালের মন্দিরা' (১৩৫৮)। হুনদের ভারত আক্রমণ অবলম্বন করে লেখা এই কাহিনী দীর্ঘ বারো বছর ধরে লেখা হয়েছে। রাজকুমারী রট্টা যশোধরা, প্রিয়সখী সুগোপা, চিত্রক প্রভৃতি চরিত্র কালের ব্যবধান অতিক্রম করে বাস্তব চরিত্রের মতো জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'গৌড়মল্লার' (১৩৬১) উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর ঠিক পরে, এবং শেষ হয়েছে কুড়ি বছর পরে। প্রথমে উপন্যাসটির নাম ছিল 'মৌরী নদীর তীরে'। বঙ্গের ইতিহাসের এক অত্যন্ত সংকটময় সময়ের প্রেক্ষিতে মানবদেব-রঙ্গনা এবং তাঁদের পুত্রকন্যা বজ্রদেব ও গুঞ্জাকে নিয়ে একটি মনোজ্ঞ মানবিক কাহিনি রচনা করেছেন লেখক।

'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' (১৩৬৫) সেই সময়ের প্রেক্ষিতে লেখা, যাকে ইতিহাসে বলা হয় হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ। উপন্যাসে দীপঙ্কর, রত্নাকর, শান্তি, আচার্য বিনয় ধর প্রভৃতি চরিত্র হিসাবে উপস্থিত আছেন বটে কিন্তু এর মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে বেদীরাজ কর্ণদেব আর বাংলার পাল রাজাদের নিয়ে। কর্ণদেব নিজের কন্যা যৌবনশ্রীকে পালরাজ বিগ্রহ পালের হাতে দিয়ে সন্ধি করেছিলেন—এই মিলনে কি বাধা এসেছিল, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে তাতে কী বৈরিতা সৃষ্টি হয়েছিল, এগুলিই উপন্যাসের বিষয়।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' (১৩৭২), তবে এর আগে তিনি কবি কালিদাসের জীবন নিয়ে মনোরম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কুমারসম্ভবের কবি' (১৩৭০) লেখেন। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' একই সঙ্গে নাটকীয়, ঐতিহাসিক এবং মানবিক উপন্যাস। কাহিনি-অংশ সাধারণ উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর। কলিঙ্গদেশের রাজকন্যা ভট্টারিকা বিদ্যুন্মালা বিজয়নগর যাচ্ছে জলপথে, সেখানকার তরুণ রাজা দ্বিতীয় দেবরায় বিবাহের জন্য, সঙ্গে আছে তার বৈমাত্রেয় বোন মণিকঙ্কনা—এই নিয়ে উপন্যাসের সূচনা। সূচনাতেই দেখি অজ্ঞাতকুলশীল অর্জুন বর্মাকে জল থেকে উদ্ধার করে বিদ্যুন্মালা বাঁচায়। বহু ঘটনার আবর্তে কাহিনি যখন শেষ হয় তখন দেখি বিদ্যুন্মালা বিবাহ করে অর্জুনকে, মণিকঙ্কনা দ্বিতীয় দেবরায়কে। কিন্তু রাজার কথা তো মিথ্যা হবার নয়, তাই শেষ মুহূর্তে বোনেদের নাম পরিবর্তন করতে হয়—বিদ্যুন্মালা হয় মণিকঙ্কনা এবং মণিকঙ্কনা বিদ্যুন্মালা। এই উপন্যাসের জন্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।

Scanned with CamScanner

২.১৩ প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-২০০১)

প্রাবন্ধিক এবং অধ্যাপক হিসাবে বেশি পরিচিত প্রমথনাথ বিশী উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা এবং নাট্যরচনাতেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দুটি উপন্যাস তাঁর চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে, ছোটগল্পগুলি ব্যতিক্রমী বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে, কবিতা সম্পর্কে অনেক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, কয়েকটি নাটক রীতিমতো মঞ্চ সাফল্য লাভ করেছে যার মধ্যে 'সানিভিলা'-র নাম অবশ্যই করতে হবে।

প্রমথনাথ বিশীর মোট পনেরোটি উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচকগণ মনে করেন তাঁর মধ্যে উচ্চাঙ্গের ঔপন্যাসিক প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও প্রথম দিকের উপন্যাসগুলি তেমন সার্থকতা লাভ করে নি। প্রথম উপন্যাস 'দেশের শত্রু'-তে দুর্বলতার অনেক চিহ্ন আছে, দ্বিতীয় উপন্যাসে 'পদ্মা' (১৯৫৩) সে তুলনায় খানিকটা পরিণত। কিন্তু যে অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তা দিয়ে পদ্মাকে তিনি ঘিরে রেখেছেন, নায়ক বিনয়ের মনে সে গভীর বোধের কোনো উপলব্ধিই সম্ভব নয়। 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভঙ্গিতে রচিত হলেও এটি একটি জমিদার পরিবারের উত্থান ও পতনের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত এই পরিবার নিয়ে প্রমথনাথ ট্রিলজি বা তিনটি উপন্যাস লিখেছেন—'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', 'অশ্বত্থের অভিশাপ' এবং 'চলনবিল'। তিনটি উপন্যাস একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে 'জোড়াদিঘীর উদয়াস্ত' নামে।

প্রমথনাথ বিশী পরবর্তী কালের উপন্যাসগুলির নাম 'কোপবতী', 'মহামতী রাম ফাঁসুড়ে', 'নীলমণির স্বর্গ', 'সিন্ধুনদের প্রহরী', 'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'লালকেল্লা', 'বিপুল সুদূর তুমি যে', 'পূর্ণাবতার', 'পনেরোই আগস্ট' এবং 'ধুলোউড়ির কুঠি'। এদের মধ্যে কেরী সাহেবের মুন্সী এবং 'লালকেল্লা' উপন্যাস হিসাবে স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি রাখতে পেরেছে বলে মনে করা যায়। যে অতীত সম্প্রতিই অতীত হয়েছে তাকে নিয়ে উপন্যাস লেখা সহজসাধ্য নয়। কেরী সাহেবের মুন্সী রাম রাম বসুকে নিয়ে তা সত্ত্বেও একটি মানবিক কাহিনি লিখতে পেরেছেন লেখক এবং মতিরায়ের বাগান বাড়িতে বন্দিনি রেশমির করুণ আত্মহত্যায় উপন্যাস শেষ করেছেন। 'লালকেল্লা' উপন্যাসটি আরো বিস্তৃত পরিসরে লেখা, অথচ ঘটনার ঐক্যসূত্র সেখানে আরো স্পষ্ট। প্রত্যেকটি পর্বের নামকরণ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার পংক্তি দিয়ে, এই কাব্যিকতার সঙ্গে মিশেছে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত। নিঃসংশয়ে এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

২.১৪ সুবোধ ঘোষ (১৯০০-১৯৮০)

সৃষ্টির পরিমাণ বিচার করলে সুবোধ ঘোষকে ছোটগল্পকার আখ্যা দেওয়াই সংগত হবে বোধহয়, কিন্তু তাঁর লেখা উপন্যাসও নিতান্ত নগণ্য নয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪)। দুর্ভিক্ষের পর যে অবস্থা ঘটেছিল তার বিচার-বিশ্লেষণ এবং সে-সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকাই পটভূমি এবং তার মধ্যে লালিত হয়েছে শিশির ও সিতার মানসিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের গল্প। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর তীব্র অনীহার পরিচয় এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক মনোভাবের এই পরিচয়ই নিবিড়তর ভাবে ফুটে উঠেছে সুবোধ ঘোষের পরবর্তী উপন্যাস 'গঙ্গোত্রী' (১৩৫৪) তে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকলাপ গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনাচরণে কেমন প্রভাব ফেলেছে ও এই জীবনধারা কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, এটাই উপন্যাসের ব্যাপ্ত পটভূমি। তবে তার মধ্যে প্রেম কাহিনির অগ্রগতিও আছে। কিন্তু মাধুরী ও কেশবের হৃদয়ঘটিত সমস্যাকে যতই প্রাধান্য দেওয়া হোক, অথবা নারী রহস্যময়ী ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা যতই কৈফিয়ৎ দেওয়া হোক, মাধুরীর অকারণ দাক্ষিণ্য ও অকারণ নিষ্ঠুরতার ব্যাখ্যা সর্বত্র পাওয়া যায় না।

Scanned with CamScanner

'ত্রিযামা' সুবোধ ঘোষের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। প্রকৃত ঔপন্যাসিক সমস্যাই এখানে লেখক গ্রহণ করেছেন। মাতৃশাসিত নবলা যে বিশাল বৈভবে এবং ভালোমন্দের বোধদয় এক বিলাসী জীবনযাত্রায় গা ঢেলে দিয়েছিল এবং তাতে মায়ের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল তাতে কুশলের গভীর প্রেমকে উপলব্ধির ক্ষমতাই তার ছিল না। দেবী রায়ের সঙ্গে অগভীর প্রেমের খেলা থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে কুশল এবং তার মধ্যে এনে দিয়েছে সেই আত্মমর্যাদাবোধ, যা না থাকলে কোনো মানুষই নিজেকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারে না।

সুবোধ ঘোষের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শতকিয়া', 'শ্রেয়সী', 'জিয়াভরলি' প্রভৃতি। তবে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস বোধহয় 'সুজাতা'।

২.১৫ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)

ছোটগল্পের বিশ্রুত লেখক এবং টেনিদার স্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক হিসাবেও যথেষ্ট সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন, পরিমাণেও তাঁর উপন্যাস কম নয়। প্রথম দিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। বস্তুত তিনখণ্ডে লেখা প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশ' (১৯৪৪)-ই তাঁকে বাংলা উপন্যাসের জগতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। প্রথম পর্বে যে সব চরিত্র আমরা পাই—ডি. সুজা, জোহান, লিসি, মাফুন, গঞ্জালেশ প্রভৃতি প্রাচীন পোর্তুগিজ ও জলদস্যুদের উত্তরসাধক কিন্তু স্থায়ীপথে বাংলাদেশের বাসিন্দা, তাদের অভিঘাতে মধ্যবিত্ত জীবন কেঁপে ওঠে। আদিম প্রবৃত্তিশাসিত জীবনযাত্রার এক নিখুঁত চিত্র আমরা এখানে পাই।

এই ঐতিহাসিক চেতনা এবং রাজনৈতিক উত্থানপতনের নিপুণ জ্ঞান নিয়েই বরেন্দ্রভূমির বিচিত্র অতীত কথাকে উপন্যাসের বিষয় করে নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' (১৩৫১), 'মহানন্দা' (১৩৫৩), এবং 'লালমাটি' (১৩৫৮)। আগস্ট আন্দোলন এবং বিদেশি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যুবশক্তির উত্থান নিয়ে লিখেছেন 'মন্দমুখর' (১৩৫২) এবং 'স্বর্ণসীতা' (১৩৫৩)।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের দিক্ পরিবর্তন মাঝে মাঝেই দেখা গিয়েছে। 'ট্রফি' উপন্যাসে একটি প্রেমকাহিনিই আছে, কিন্তু তা বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ—নাটকীয়ও বলা চলে। অবাঙালি বিক্রম বাঙালি মেয়ের প্রেমে মগ্নচৈতন্য হয়ে বাঙালিত্বের সাধনায় জীবন ওষ্ঠাগত করেছে। ব্যর্থ হয়ে বিবাহ করেছে রাজপুতানার মেয়ে প্রেমকুমারীকে। কিন্তু দেখা গিয়েছে প্রেমকুমারী আত্মসমর্পণ করেছে এক বাঙালি যুবকের কাছে। শেষে অবশেষে বিক্রমের জীবনে প্রথম যৌবনের প্রিয়া মণিকা সেন এসেছে, কিন্তু তাতে ভালো হয়েছে এ কথা বলা যাবে না। 'কৃষ্ণপক্ষ' (১৯৫১) উপন্যাসটিকে উদ্ভট উপন্যাস আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। একটি সার্কাসের ক্লাউনকে নিয়ে অসাধারণ উপন্যাস 'বিদূষক'। ভারতচন্দ্রের জীবন নিয়ে আকর্ষণীয় উপন্যাস 'অমাবস্যার গান'। সাধারণ সামাজিক ও মনস্তত্ত্বের জটিলতায় রচিত উপন্যাস 'অসিধারা'-ও অনবদ্য।

২.১৬ সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫)

প্রবাসী সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রায় সারাটা জীবনই কেটেছে প্রবাসে, সেই কারণেই বোধহয় তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসের পটভূমিই বিহার। সক্রিয় রাজনীতি করা মানুষ, রাজনীতি নিয়েও লিখেছেন, অন্য বিষয়েও লিখেছেন। কিন্তু তাঁর লেখার বিষয় একটু ভিন্নধর্মী, ভাষাও ভিন্নধরনের—যেহেতু অবাঙালি বা প্রবাসী বাঙালি চরিত্র তাঁর উপন্যাসে বেশি। সেই কারণে তাঁর লেখার জনপ্রিয়তাও খুব বেশি নয়।

দু'খণ্ডে সমাপ্ত 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' সতীনাথ ভাদুড়ীর সর্ববৃহৎ উপন্যাস। বিহারের জিরানিয়া গ্রামের অতি নিম্নবিত্ত কিছু মানুষই এই উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রী ঢোঁড়াই পিতৃহারা মাতা-পরিত্যক্ত একটি অনাথ বালক,

Scanned with CamScanner

মানুষ হয়েছে একটি বোবা সন্ন্যাসীর কাছে গাছতলায়। নিজের বুদ্ধির জোরে সে ছেলে কীভাবে নিজের সম্প্রদায়ের পাঁচজনের কাছে মান্য হয়ে ওঠে, কীভাবে সে কিছুটা প্রতিষ্ঠা করে বিবাহাদি করে, কেমন করে নিজের বউ অন্য লোকের সঙ্গে পালায়, কীভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ে এবং গান্ধিজির নেতৃত্বে সংগ্রাম করে—ইত্যাকার বিবরণ অত্যন্ত মানবিক উপায়ে পরিবেশন করেন লেখক। রামচন্দ্রের বড় হওয়ার যে বর্ণনা তুলসীদাসে পেয়েছেন, প্রায় সেই ছকেই ঢোঁড়াইয়ের জীবনচরিত বর্ণনা করা হয় বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে ঢোঁড়াই চরিত মানস।

বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত 'জাগরী' সম্ভবত সতীনাথ ভাদুড়ীর সবচেয়ে পরিচিত উপন্যাস। এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য বিলুর ফাঁসির নির্দেশ হয়, ধরিয়ে দেয় তারই ভাই নীলু। ফাঁসির আগের রাতের ঘটনা, অন্য সেলে রয়েছে বিলুর বাবা ও মা। ফাঁসিসেল, আপার ডিভিশন ওয়ার্ড, আওরৎ ফিতা এবং জেল গেট—এই চারটি অধ্যায়ে চারজনের জবানিতে উপন্যাসটি রচিত। উপন্যাসটি স্মৃতিচারণ মূলক পদ্ধতিতে গোটাটাই ফ্ল্যাশ ব্যাকের মাধ্যমে লেখা হয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর আর একটি রাজনৈতিক উপন্যাসের নাম 'চিত্রগুপ্তের ফাইল'। কাহিনির পরিবেশনে অভিনবত্ব আছে, কারণ প্রধান পাত্রী মিনাকুমারীর আত্মহত্যা দিয়েই গল্পের শুরু। তারপর সমগ্র উপন্যাসের কাহিনি কখন যেন উল্টোরথের যাত্রা।

লেখকের শেষ পর্যায়ের তিনটি উপন্যাস 'অচিনরাগিনী', 'সংকট' এবং 'দিগ্‌ভ্রান্ত'-এর পরিচয় এক কথায় দিতে হলে বলতে হবে এরা প্রত্যেকেই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাই উপন্যাস তিনটির প্রাণ, তবে তার মধ্যে জটিলতম মানসিক দ্বন্দ্ব রয়েছে বোধহয় 'অচিন রাগিনী'-তে। অন্যান্য উপন্যাসের মতো বিহারই এর প্রেক্ষাপট, পাত্র-পাত্রীরাও বিহার প্রবাসী মানুষ, কেবল নতুন দিদিমা বাংলা দেশের মেয়ে। কাহিনি শুরু হয় এইভাবে—'পিলে, নতুন দিদিমা আর তুলসী, তিনজনকে নিয়ে এই টান ভালোবাসার গল্প।' সংকট ও দিগ্‌ভ্রান্ত উপন্যাসের প্রকৃতি মনস্তাত্ত্বিক হলেও অচিন রাগিনীর সঙ্গে তাদের পার্থক্য অনেক।

২.১৭ আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫)

অত্যন্ত সাদামাটা আটপৌরে জীবনের গল্পও যে অসাধারণ বাস্তবতা ও শিল্পগুণে মণ্ডিত করে লেখা সম্ভব, আশাপূর্ণা দেবী সে কথা প্রমাণ করেছেন। ছোটদের জন্য ও বড়দের জন্য প্রচুর গল্প-উপন্যাস তিনি লিখেছেন এবং দু-ধরনের লেখাতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। লেখার স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন অজস্র। রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার তো আছেই, দেশের সর্বোচ্চ সম্মান জ্ঞানপীঠ পুরস্কারও লাভ করেছেন। এ ছাড়া পেয়েছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট ডিগ্রি। আমেরিকা প্রবাসী লেখিকা পুলিৎজার পুরস্কারবিজয়িনী ঝুম্পা লাহিড়ি তাঁর ওপর গবেষণা করেছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসের আলোচনায় প্রধান প্রতিবন্ধক তাঁর উপন্যাসের পরিমাণ। এগুলির মোট সংখ্যা একশো ছিয়াত্তর। সবচেয়ে জনপ্রিয় রচনা ট্রিলজি—'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা'। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য জনপ্রিয় উপন্যাসের মধ্যে আছে 'মিত্তির বাড়ি', 'বলয়গ্রাস', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'কল্যাণী', 'শশীবাবুর সংসার', 'ছাড়পত্র', 'নবজন্ম' প্রভৃতি।

'মিত্তির বাড়ি' উপন্যাসের অবলম্বন এমন একটি যৌথ পরিবার, যেরকম একটি পরিবারকে জানলেই বহু পরিবারকে জানার কাজ হয়—সমস্যা ও কলহের প্রকৃতি ঘরে ঘরে প্রায় একই রকম। তারই নিপুণ উন্মোচন ঘটেছে উপন্যাসে। 'বলয়গ্রাস' ও 'অগ্নিপরীক্ষা' একদা জনপ্রিয় চলচ্চিত্র হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। 'শশীবাবুর সংসার' আকাশবাণীর প্রথম ধারাবাহিক নাট্যাভিনয়ের জন্য বিখ্যাত হয়েছিল। গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রিই এই উপন্যাসের

Scanned with CamScanner

অবলম্বন, তবে এখানে যৌথ পরিবার নেই, আছে একক পরিবারের সমস্যা। ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে রচিত উপন্যাসের মধ্যে 'অতিক্রান্ত', 'উন্মোচন' ও 'নেপথ্যনায়িকা'-র নাম করা যায়।

বিচিত্র ধরনের উপন্যাসের মধ্যে—তা বিষয়বৈচিত্র্যই হোক বা আঙ্গিক বৈচিত্র্য, নাম করা যেতে পারে প্রথমেই 'সমুদ্র নীল আকাশ নীল' উপন্যাসের। যে পারিবারিক চেনা জগৎ লেখিকার বেশিরভাগ উপন্যাসের মূল অবলম্বন, এখানে তার পরিবর্তে আছে ব্যক্তিত্ব ও প্রেমের বিচিত্র সমস্যা। বৈধব্যবরণের পর শ্রাবণীর পিতা তার চেয়ে অল্পবয়সী ছেলে চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে শ্রাবণীর বিয়ে দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। শ্রাবণীর ব্যক্তিত্বের কাছে তার বজ্রকঠিন পিতা লোকমোহন পরাস্ত হয়েছে।

'সমুদ্রনীল আকাশনীল' উপন্যাসে যেমন আশাপূর্ণা কম বয়সি পাত্রের সমস্যা উপস্থিত করেছেন, 'ছাড়পত্র' উপন্যাসে দেখিয়েছেন প্রথম আইনসিদ্ধ বিবাহ-বিচ্ছেদ'। অবাক লাগে ভাবতে, নারী পকেটমারকে নিয়েও একটি উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন, যার নাম 'উত্তরণ'।

আঙ্গিকের বিচারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'মুখর রাত্রি' যেখানে প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্র—শচীপতি, মন্টু, দেবরায়, বিরজা, নীরজা, সরোজা—প্রত্যেকে নিজ নিজ জবানিতে নিজেদের কথা বলেছে। এমন কি শেষে দেওয়ালও সজীব হয়ে একটি চরিত্রে পরিণত হয়েছে এবং তার অভিজ্ঞতা বলতে শুরু করেছে। কাজেই শুধু গল্পের আকর্ষণে নয়—যদিও গল্প আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসের মুখ্য আকর্ষণ, লেখিকা উপস্থাপনা এবং বয়সের গুণেও বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা হিসাবে পরিগণিত হতে পারেন।

২.১৮ অনুশীলনী

১) বাংলা উপন্যাসের ধারায় শরৎচন্দ্রের বিশেষ অবদান কী, বিচার করুন।
২) সমাজ বিগর্হিত প্রেম সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মনোভাব কী ছিল, কয়েকটি উপন্যাস অবলম্বন করে বুঝিয়ে দিন।
৩) ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝিয়ে বলুন।
৪) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির একটি সামগ্রিক আলোচনা করুন।
৫) জগদীশ গুপ্তের বৈশিষ্ট্য বিচার করে তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির নাম করুন।
৬) জগদীশ গুপ্তের পল্লীসমাজ বিষয়ক উপন্যাসে পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দিন।
৭) ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য বিচার করুন।
৮) তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলির সাধারণ পরিচয় দিন।
৯) বিভূতিভূষণের উপন্যাস সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।
১০) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান দুটি উপন্যাস বিষয়ে আলোচনা করুন।
১১) অন্নদাশঙ্কর রায়ের সত্যাসত্য উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
১২) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
১৩) আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসের মূল সুর কী? কয়েকটি উপন্যাস অবলম্বন করে বুঝিয়ে দিন।

Scanned with CamScanner